মদীনা অ্যারাবিক
হ্যান্ডআউট

অনুবাদ ও সংযোজন

কামরুল ইসলাম
বিএ (অনার্স), এমএ (ALT)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আল মামুন
বিএ (অনার্স), এমএ
আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

মোঃ শারফুদ্দীন শরীফ
বিএ (অনার্স), এমএ, এমফিল
আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আল-ঈমান ইনস্টিটিউট

প্রকাশক
তানযীল পাবলিকেশন্স
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা
01991437697
publicationtanzeel@gmail.com

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০২৩

বর্ণবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা: কামরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ: মোঃ আমিনুল ইসলাম

হাদিয়া: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

আল-ঈমান ইনস্টিটিউট

01711-269477, 01775-535751
alimaaninstitute1@gmail.com
www.facebook.com/myimaninstitute/
www.alimaninstitute.com/

সূচিপত্র

আরবি বর্ণমালা ৪

আরবী শব্দের প্রকার ৫

নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট ৬

আরবী বাক্যে اِسْمٌ এর শেষ বর্ণের অবস্থা ৭

আরবী বাক্য ৮

তিনটি মূল হরফ বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ ১১

অতীতকালের ক্রিয়ার রূপান্তর ১৩

সর্বনাম ১৪

সম্বন্ধ পদ ২১

বাক্যাংশ ২৬

স্ত্রীবাচক শব্দ ২৭

বিশেষণ ২৯

তারকীব ৩৫

দ্বিবচন এবং বহুবচন ৩৯

ভগ্ন বহুবচন ৪১

আরবী সংখ্যা গণনা (১ থেকে ১০ পর্যন্ত) ৪৫

খবর-এর প্রকারভেদ ৪৭

ক্রিয়ার রূপান্তর টেবিল ৪৮

প্রথম পাঠ | আরবি বর্ণমালা (اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ)

আরবি ভাষায় বর্ণ বা Letter কে হরফ (حَرْفٌ) বলা হয়। হরফ মোট ২৯টি।

যথা:

ج	ث	ت	ب	ا
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
	ي	ء	ه	و

উক্ত হরফগুলোর মধ্যে আলিফ (ا), ওয়াও (و), এবং ইয়া (ي) স্বরবর্ণ। আর বাকি হরফগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ।

আরবি ভাষায় তিনটি স্বর চিহ্ন বা vowel sign আছে। এগুলো হলো ফাতহাহ, কাসরাহ এবং দম্মাহ। এগুলোকে আরবিতে হারাকাহ বলে। 'ফাতহাহ'-কে যবর, 'কাসরাহ'-কে যের এবং 'দম্মাহ'-কে পেশ বলা হয়। ফাতহাহ এবং দম্মাহ হরফের উপরে এবং কাসরাহ হরফের নিচে বসে। কোনো হরফে ফাতহাহ থাকলে উচ্চারণ বাংলা 'আ' / 'অ' এর মতো, কাসরাহ থাকলে 'ই' এর মতো এবং দম্মাহ থাকলে 'উ' এর মতো হয়। যেমন:

فَتْحَةٌ (যবর)	ـَـ	بَ (বা), تَ (তা), جَ (জা), رَ (র), مَ (মা)
كَسْرَةٌ (যের)	ـِـ	بِ (বি), تِ (তি), جِ (জি), رِ (রি), مِ (মি)
ضَمَّةٌ (পেশ)	ـُـ	بُ (বু), تُ (তু), جُ (জু), رُ (রু), مُ (মু)

যদি কোনো হরফে স্বর চিহ্ন না থাকে তাহলে সে হরফে সুকূন (ـْـ) দিতে হয়।

চতুর্থ পাঠ | আরবী বাক্যে اِسْمٌ এর শেষ বর্ণের অবস্থা

আরবীতে বাক্যের মধ্যে প্রত্যেকটি اِسْمٌ তার কাজ অনুযায়ী তাদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। اِسْمٌ টি বাক্যে কর্তৃকারক বা Subject হতে পারে। আরবীতে একে مَرْفُوْع বলা হয়। অথবা اِسْمٌ টি বাক্যে কর্মকারক বা Object হতে পারে। আরবীতে একে مَنْصُوْب বলা হয়। আবার اِسْمٌ টি বাক্যে Possessor হতে পারে যাকে আরবীতে مَجْرُوْر বলে। সেদিক থেকে اِسْمٌ এর শেষ বর্ণের তিনটি অবস্থা হয়।

১. দম্মাহ (পেশ): اَلْكِتَابُ . كِتَابٌ . مُحَمَّدٌ . اَلبَابُ . بَابٌ

২. ফাতহাহ (যবর): اَلْكِتَابَ . كِتَابًا . مُحَمَّدًا . اَلبَابَ . بَابًا

৩. কাসরাহ (যের): اَلْكِتَابِ . كِتَابٍ . مُحَمَّدٍ . اَلبَابِ . بَابٍ

১. সাধারণত যখন اِسْمٌ এর শেষে দম্মাহ থাকে তখন তাকে مَرْفُوْع বা কর্তৃকারক বলে। যেমন:

ذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى السُّوْقِ. حَامِدٌ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ. آمِنَةُ بِنْتٌ جَمِيْلَةٌ

২. সাধারণত যখন اِسْمٌ এর শেষে ফাতহাহ থাকে তখন তাকে مَنْصُوْب বা কর্মকারক বলে। যেমন:

رَأَيْتُ مُحَمَّدًا فِي السُّوْقِ. كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

৩. সাধারণত যখন اِسْمٌ এর শেষে কাসরাহ থাকে তখন তাকে مَجْرُوْر বা সম্বন্ধ কারক বলে। যেমন:

هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ. السَّاعَةُ عَلَى السَّرِيْرِ. أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟

বি.দ্র. আরবী পরিভাষাগুলো মুখস্থ রাখবেন যাতে বাক্যে একটি اِسْمٌ এর কাজ বা ভূমিকা আপনি বুঝতে পারেন।

ষষ্ঠ পাঠ | তিনটি মূল হরফ বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ

গ্রুপ: ই-ই	গ্রুপ: ই-আ	গ্রুপ: উ-উ	গ্রুপ: আ-আ	গ্রুপ: আ-ই	গ্রুপ: আ-উ
بَابُ حَسِبَ (ح)	بَابُ سَمِعَ (س)	بَابُ كَرُمَ (ك)	بَابُ فَتَحَ (ف)	بَابُ ضَرَبَ (ض)	بَابُ نَصَرَ (ن)
حَسِبَ يَحْسِبُ	سَمِعَ يَسْمَعُ	كَرُمَ يَكْرُمُ	فَتَحَ يَفْتَحُ	ضَرَبَ يَضْرِبُ	نَصَرَ يَنْصُرُ
حَسِبَ চিন্তা করল	سَمِعَ শুনল	كَرُمَ সম্মানিত হলো	فَتَحَ খুলল	ضَرَبَ প্রহার করল	نَصَرَ সাহায্য করল
وَرِثَ উত্তরাধিকারী হল	فَهِمَ বুঝল	بَعُدَ দূরবর্তী হলো	ذَهَبَ গেল	جَلَسَ বসল	كَتَبَ লিখল
	لَعِبَ খেলল	كَبُرَ বড় হলো	رَكَعَ রুকু করল	غَسَلَ ধৌত করল	دَخَلَ প্রবেশ করল
	حَفِظَ মুখস্ত করল	قَرُبَ নিকটবর্তী হল	رَفَعَ উঠালো	رَجَعَ ফিরে আসল	طَلَبَ খুঁজল
	شَرِبَ পান করল	كَثُرَ	فَعَلَ করল	نَزَلَ অবতরণ করল	سَجَدَ সিজদা করল
	ضَحِكَ হাসল		بَحَثَ খুঁজল	كَسَرَ ভাঙল	قَتَلَ হত্যা করল
	فَرِحَ খুশী হল		قَطَعَ কাটল	عَرَفَ জানল	دَرَسَ অধ্যয়ন করল
	رَكِبَ আরোহন করল		جَمَعَ একত্র করল	كَذَبَ মিথ্যা বলল	سَكَنَ বসবাস করল
	عَمِلَ কাজ করল		مَنَعَ নিষেধ করল	صَبَرَ ধৌত করল	شَكَرَ কৃতজ্ঞ হল
	عَلِمَ জানল		شَرَحَ ব্যাখ্যা করল	غَلَبَ বিজয়ী হলো	طَبَخَ রান্না করল
	رَحِمَ দয়া করল		نَجَحَ সফল হলো	حَمَلَ বহন করল	خَلَقَ সৃষ্টি করলেন

সপ্তম পাঠ | অতীতকালের ক্রিয়ার রূপান্তর

মনে রাখবেন, আরবী ক্রিয়ায় সর্বদা فَاعِل বা কর্তা উপস্থিত থাকবে। কখনও তা প্রকাশ্যে কখনও বা গোপনে।

			فَاعِل	চিহ্ন		
সে (একজন পুং) লিখল।			مُسْتَتِر Hidden		كَتَبَ	هُوَ
তারা (দুজন পুং) লিখল।	দ্বিবচনের আলিফ	أَلِفُ الْمُثَنَّى	ا (ألف)	ا	كَتَبَا	هُمَا
তারা (সকল পুং) লিখল।	বহুবচনের ওয়াও	وَاوُ الْجَمَاعَةِ	و (واو)	وا	كَتَبُوْا	هُمْ
সে (একজন স্ত্রী) লিখল।	স্ত্রীবাচক তা	تَاءُ التَّأْنِيْثِ	مُسْتَتِر Hidden		كَتَبَتْ	هِيَ
তারা (দুজন স্ত্রী) লিখল।			ا (ألف)	تْ+ا	كَتَبَتَا	هُمَا
তারা (সকল স্ত্রী) লিখল।	স্ত্রীবাচক নূন	نُوْنُ النِّسْوَةِ	نَ	نَ	كَتَبْنَ	هُنَّ
তুমি (একজন পুং) লিখলে।			تَ	تَ	كَتَبْتَ	أَنْتَ
তোমরা (দুজন পুং) লিখলে।			تُمَا	تُمَا	كَتَبْتُمَا	أَنْتُمَا
তোমরা (সকল পুং) লিখলে।			تُمْ	تُمْ	كَتَبْتُمْ	أَنْتُمْ
তুমি (একজন স্ত্রী) লিখলে।			تِ	تِ	كَتَبْتِ	أَنْتِ
তোমরা (দুজন স্ত্রী) লিখলে।			تُمَا	تُمَا	كَتَبْتُمَا	أَنْتُمَا
তোমরা (সকল স্ত্রী) লিখলে।			تُنَّ	تُنَّ	كَتَبْتُنَّ	أَنْتُنَّ
আমি (একজন পুং/স্ত্রী) লিখলাম।			تُ	تُ	كَتَبْتُ	أَنَا
আমরা (সকল পুং/স্ত্রী) লিখলাম।			نَا	نَا	كَتَبْنَا	نَحْنُ

বি.দ্র. বহুবচনের আলিফটি উচ্চারিত হবে না। তবে লিখতে হবে। একে أَلِفُ الْوِقَايَةِ প্রোটেকশন আলিফ বলে। কারণ ইহা ক্রিয়াকে অন্য শব্দের সাথে মিলিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

১৪টি দমীর মুত্তাসিলের মধ্যে দুটি তথা হুয়া এবং হুন্না উহ্য থাকতে পারে। অথবা ক্রিয়ার পরে আসতে পারে।